মেকলে মিনিটস :

টমাস ব্যাবিংটন এডওয়ার্ড মেকলে ছিলেন একাধারে **লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের** আইন সচিব এবং ' **কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন** ' - এর সভাপতি । তিনি প্রাচ্যশিক্ষার পরিবর্তে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষয়ে যে বিখ্যাত প্রস্তাব পেশ করেন (১৮৩৫ খ্রি . ২ ফেব্রুয়ারি) তা ' **মেকলে মিনিটস** ' নামে পরিচিত । তিনি বলেছিলেন , " ইউরোপের একটি ভালো গ্রন্থাগারের বই ভরতি একটি তাকই ভারত ও আরবের সমগ্র সাহিত্যের সমান " (A single shelf of a good European library is worth the whole literature of India and Arabia) ।

প্রস্তাব :

মেকলের মূল বক্তব্য ছিল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ভারতবাসীকে ইউরোপীয় দর্শন , সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা । কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি হিসেবে মেকলে তাঁর বিখ্যাত প্রস্তাব বড়োলাটের কাছে পেশ (১৮৩৫ খ্রি . ২ ফেব্রুয়ারি) করে বলেন —

› পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রথমে উচ্চমধ্যবিত্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে ।

› উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটলে তা নিম্নমুখী পরিশ্রুত নীতি (Downword filtration theory) অনুসারে ধীরে ধীরে ভারতবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে ।

› ইংরেজি শিক্ষাই একমাত্র পারবে অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদী দ্বন্দ্ব :

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার নিয়ে পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটির সদস্যরা দুভাগে ভাগ হয়ে যান। **প্রাচ্যবাদী** বা **ওরিয়েন্টালিস্ট**, যথা — উইলসন, কোলব্রুক, এইচ. টি. প্রিন্সেপ প্রমুখ চান ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনকেই উন্নত করা হোক। অপরদিকে **পাশ্চাত্যবাদী** বা **অ্যাংলিসিস্টরা**, যথা — আলেকজান্ডার ডাফ, সান্ডার্স, কোলভিন প্রমুখ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে চান।

ফলাফল :

মেকলে সংস্কৃত কলেজসহ সকল প্রাচ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও তা গ্রহণ করা হয়নি । তবে তাঁর প্রস্তাব মেনেই বেন্টিঙ্ক ইংরেজি শিক্ষাকে সরকারি নীতিরূপে ঘোষণা করেন (১৮৩৫ খ্রি . ৭ মার্চ) । এরপরেই
কলকাতায় মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫ খ্রি .) , রুরকিতে রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ , মাদ্রাজে মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি হাইস্কুল , বোম্বাইতে এলফিনস্টোন ইন্সটিটিউশন গড়ে ওঠে ।

› সরকারি কাজে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হয় (১৮৩৭ খ্রি .) ।

› ইংরেজি ভাষার দক্ষ ব্যক্তিরা সরকারি কাজে অগ্রাধিকার পাবে বলে ঘোষণা করা হয় ।

› ইংরেজি ভাষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতি অবহেলিত হয় ।

মন্তব্য :

মেকলে মিনিটস ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে নবদিগন্ত উন্মোচন করে । সমাজের উচ্চবর্গের ভারতীয়দের মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চুঁইয়ে পড়ে (**ইনফিলট্রেশন থিয়োরি**) সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের কাছে না পৌঁছালেও নীচু তলায় আধুনিক চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল । আসলে মেকলে চেয়েছিলেন যে — এমন এক শ্রেণীর ভারতীয় তৈরি করতে যারা বর্ণে ও রক্তে হবে ভারতীয় , কিন্তু ভাবনা ও রুচিতে হবে ইউরোপীয় (‘ Indian in blood and colour , but English in tastes , in opinions , and in morals and intellect ’) ।